মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলন, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস

অরুন্ধতী রায়

সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ আমেরিকার সেনারা শিশু সুলভ আঁকাবাঁকা অক্ষরে হাত পা শূন্য লোহার মিসাইলের ধড়ে এই কথা গুলো চিত্রিত করে দিচ্ছিলো ঃ ''মোটা ছেলের কাছ থেকে সাদ্দামের প্রতি ।'' একটা অট্টালিকা গুড়িয়ে গেল । একটা বাজার । একটি ছোট বাড়ি । একটি ছোট্ট মেয়ে, সে একটি ছেলেকে ভালবাসত । একটি শিশু, তার একমাত্র স্বপ্ন ছিল সে দাদার মার্বেল নিয়ে খেলা করবে ।

ইঙ্গমার্কিন সেনারা যে দিন ইরাকের উপর আগ্রাসন ও বেআইনী দখলদারি শুরু করে তার পরের দিন, ২১ মার্চ, আগে থাকতে ঢুকিয়ে রাখা সি এন এন দুরদর্শনের একজন সাংবাদিক একজন মার্কিন সেনার সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন । নিম্নপদস্থ সেই সেনাটি বলছিলেন ''আমি সেখানে গিয়ে আমার নাকটা লোংরা করতে চাইনা । আমি ৯/১১ ঘটনার প্রতিশোধ নিতে অনিচ্ছুক ।''

যদিও সাংবাদিক মহাশয়কে নিয়োগ করা হয়েছিল, তবু তার প্রতি সুবিচার করলে এ কথার উল্লেখ করতে হয় যে তিনি ক্ষীণকণ্ঠে এই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে ৯/১১ ঘটনার সঙ্গে ইরাকী সরকারের সংযোগের প্রকৃত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি । নাবালক সেই নিম্ন পদস্থ সৈনিক সবসময় তার জিবটা চিবুক পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখছিলেন, বলে উঠলেন ঃ ''হ্যাঁ সেই অর্থহীন ব্যাপারটা আমার মাথায়ও এসেছে ।''

নিউইয়র্ক টাইমস/সি বি এস এর সংবাদ সমীক্ষা অনুযায়ী আমেরিকার জনসাধারণের ৪২ শতাংশ মনে করে যে ''বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র'' ও ''পেন্টাগনের'' উপর ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার সঙ্গে সাদ্দাম হোসেন সরাসরি জড়িত । এবং এবিসির জনমত সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে শতকরা ৫৫ জন আমেরিকাবাসী মনে করে সাদ্দাম হোসেন প্রত্যক্ষভাবে আলকায়দাকে সমর্থন করেন । আমেরিকার সৈনিকদের মধ্যে কত অংশ এই উদগ্র মিথ্যায় আস্থা রাখে তা যে কেউ অনুমান করতে পারেন ।

ইরাক যুদ্ধে লিপ্ত ইঙ্গ-মার্কিন জোট সেনারা জানে কিনা সন্দেহ আছে যে সাদ্দমের সব নিকৃষ্ট তাদের সরকারই আর্থিক ও রাজনৈতিক সহায়তা দিয়ে মদত যুগিয়েছিল । এই সব তথ্য দিয়ে বেচারা 'এজে' এবং তার সতীর্থদের ভারাক্রান্ত করে কি লাভ ? এ গুলো তো আর এখন প্রাসঙ্গিক নয় । তাই না ?

হাজার হাজার সেনা, ট্যাঙ্ক, জাহাজ, কাটারি, বোমা, বারুদ, ন্যাস মুখোশ, প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার, খনিজ জল, উড়োজাহাজ বোঝাই টয়লেট পেপার, পোকা মারার তেল, ভিটামিন বড়ি যুদ্ধের জন্য এসেছে। 'ইরাক মুক্তি অভিযানের' রসদের বহর দেখে মনে হচ্ছে গোটা দুনিয়াই সেখানে জড়ো করা হয়েছে। যুদ্ধের কারণ নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোন অবকাশ নেই। এটা ঘটেছে। এটাই ঘটনা।

যুক্তরাষ্ট্রের জল, স্থল, আকাশবাহিনীর সর্বাধিনায়ক রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লু বুশের পরিষ্কার নির্দেশ ঃ
"ইরাককে মুক্ত করা হবে।" (সম্ভবত তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ইরাকীদের খুন করে দেহ প্রাণহীন করলেও তাঁদের আত্মাকে মুক্ত করা হবে।) আমেরিকা এবং ব্রিটেনের নাগরিকদের কর্তব্য হল তাঁদের চিন্তা ভাবনা এই সর্বাধিনায়কের জিম্মায় ব-কলমা দিয়ে সেনাদের পিছনে মদত দেওয়া। তাঁদের দেশ ক্রমশ যুদ্ধের মধ্যে। কেমনই না সেই যুদ্ধ।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সালিসীর কূটনীতিকে কাজে লাগিয়ে (অর্থনৈতিক অবরোধ ও অস্ত্রপরীক্ষা) ইরাককে নতজানু হতে বাধ্য করে, মানুষকে অনাহারে মেরে, পাঁচ লক্ষ শিশুকে হত্যাকরে, দেশের পরিকাঠামো তছনছ করে, অধিকাংশ অস্ত্রশস্ত্র নষ্ট করা গেছে সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়ে 'মিত্রপক্ষ'/'ইচ্ছুক জোট সঙ্গী' (আরো সুন্দর পরিচয় হামলাবাজ আর ক্রীতদাসের জোট) ইতিহাসে তুলনা মেলা ভার এমন কদর্য কাপুরুষতায় ইরাক আক্রমণে বাহিনী পাঠালো।

ইরাক-মুক্তি অভিযান ? আমার তা মনে হয়ে না। এসো, আমরা এক দৌড়-প্রতিযোগিতায় অংশ নেই; তার আগে আমি তোমার হাঁটু দুটো ভেঙে দেব ধরনের অভিযান।

ইরাকী বাহিনী পুরানো বন্দুক, মান্ধাতার আমলের ট্যাঙ্ক এবং যৎসামান্য অস্ত্রে সজ্জিত অনাহার ক্লিষ্ট সেনাদের নিয়ে তাৎক্ষণিক মোকাবিলার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, কখনো কখনো কৌশলে জোটকে পরাস্তও করছে।

প্রাচুর্য ও শ্রেষ্ঠ অস্ত্রে সজ্জিত এমন এক শক্তিশালী বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ইরাকীরা যে শৌর্যের পরিচয় রাখছেন, বা যুদ্ধের পরিভাষার যে প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন তার তুলনা ইতিহাসে মেলা ভার। এই প্রতিরোধকে বুশ-ব্লেয়ার জোট তাৎক্ষণিক ভাবে চাতুর্যপূর্ণ ও কাপুরুষোচিত বলে নাকচ করছে। (তাহলে তো বলতে হয় চাতুরি আমাদের মতো নেটিভদের চিরায়ত ঐতিহ্য। আমাদের উপর আগ্রাসন নামে, উপনিবেশ বানানো হয়, দখলদারি করা হয়, আমাদের মর্যাদা লুণ্ঠিত করা হয় - তখন আমরা চাতুরির ও সুবিধার পথ ধরি।)

যদি মেনেই নেওয়া হয় যে ইরাক আর 'জোট' পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত ; তবু জোট সঙ্গীরা আর তাদের প্রচার মাধ্যম এত নীচতার পরিচয় দিচ্ছে যে, তারা তাদের নিজেদের উদ্দেশ্যকেই অবিশ্বাস্য করে তুলেছে ।

ইতিহাস বিরল একটি সুবিন্যস্ত ঘাতকীয় প্রচেষ্টা ''শিরশ্ছেদের জন্য অভিযান ব্যর্থ হবার পর ইরাকবাসীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবার জন্য দূরদর্শনের পর্দায় যখন সাদ্দাম হোসেনকে দেখা গেল তখন ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা সচিব তাঁকে এই বলে উপহাস করেন যে তিনি কাপুরুষের মতন গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকেন এবং খুন হবার জন্য সামনে এসে দাঁড়াবার হিম্মত তাঁর নেই । তারপর আবার জোটের মধ্যে গুজব রটিয়ে দেওয়া হল ঃ সে কি সত্যিই স্যদ্দাম ? নাকি তার জোড়া কেউ ? অথবা দাড়ি কামানো ওসামা ? ছবিটা কি আগে থাকতে তুলে রাখা হয়েছিল ? এটাকি সত্যিকারের কোন ভাষণ ? বা অন্ধকারে জাদু দেখানো ? আমরা যদি সত্যি সত্যি ইচ্ছা করি তাহলে কি এটা কুমড়োপটাশ হয়ে যাবে না ?

বাগদাদের উপর শতশত নয়, হাজার হাজার বোমা ফেলার পর যখন ভুল করে একটা বাজারকে গুঁড়িয়ে দিয়ে শতশত সাধারণ নাগরিককে খুন করা হল তখন মার্কিন সেনাদের এক মুখপাত্র যা বলেছেন তার সরলার্থ হল ইরাকীরা নিজেরাই নিজেদের বোমা মেরে খতম করছেন । তাঁদের সরঞ্জাম সব ঝরঝরে, যেখান থেকে মিসাইল ছোড়া হয় সেখানেই সে এসে গোত্তা খেয়ে পড়ে ।

তাহলে, ইরাক জমানা যে শয়তান চক্রের পয়সায় প্রতিপালিত এবং বিশ্বশান্তির একটা বিপদ এই অভিযোগের যথার্থতা সম্পর্কে আমরা প্রশ্ন তুলতেই পারি । যখন আরব দূরদর্শন আল-জাজিরায় হতাহত নাগরিকদের দেখানো হয় তখন তাকে জোটের বিরুদ্ধে শত্রুতার জন্য আবেগ-উস্কানো সাজানো পদ্ধতি বলে খারিজ করা হয় ঃ ভাবখানা এই যে সঙ্গীদের ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই ইরাকীরা মরণ বরণ করছেন । এমন কি ফরাসী দূরদর্শনকে পর্যন্ত এই কারণে কিছু সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছে । কিন্তু যখন হতভম্ব করা, শ্বাসরোধী বিপুল আকারের সেই সব বিমানবাহী জাহাজ, মরুভূমির এক প্রান্ত থেকে আর প্রান্ত পর্যন্ত নিঃশব্দে বোমা ফেলতে পারে এমন বোমারু বিমানের ছোটাছুটি আর এইসব মিসাইলের তীর্যক গতিকে ইঙ্গ-মার্কিন দূরদর্শন দেখানো হয় তখন তাকে 'অনিন্দ্য সুন্দর যুদ্ধ' দৃশ্য বলা হয় ।

আমেরিকার সৈন্যরা (শুধুমাত্র মৈত্রী সেনা হিসাবেই নাকি তাঁদের সেখানে উপস্থিতি) যখন বন্দী হন এবং আরব দূরদর্শনে তাঁদের দেখানো হয় তখন বুশ বলেন যে এটা জেনেভা কনভেনশনের চুক্তি বিরোধী কাজ এবং ''জমানার অন্তরেযে শয়তানি আছে তাকেই প্রকাশ করে ।'' গুয়ানতানামো উপসাগরে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কয়েদ করা হাজার হাজার বন্দীকে যখন পিঠমোড়া করে বাঁধা

অবস্থায়, যাতে তারা কিছু দেখতে বা শুনতে না পায়, সে জন্য তাদের চোখে আবছা কাঁচের চশমা এবং কানে এয়ার ফোন লাগানো অবস্থায় দেখানো হয়, তখন তাকে সম্পূর্ণ বৈধ বলে দাবী করা হয় । এই সব কয়েদীদের প্রতি আচরণের বিষয়ে যখন প্রশ্ন করা হল তখন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী মহল থেকে তাদের প্রতি যে খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে তা অস্বীকার করা হয় না । যা অস্বীকার করে তা হল তাঁদের যুদ্ধ বন্দিত্ব । তারা বলে যে ওরা ''বেআইনি প্রতিরোধকারী'', যার অর্থ দাঁড়ায় ওঁদের প্রতি দুর্ব্যবহার আইনসঙ্গত ! (তা হলে আফগানিস্তানের মাজার-ই-শরিফ-এ বন্দীদের নির্বিচারে হত্যার বিষয়ে এই দলের বক্তব্য কি ? ক্ষমা করুন এবং ভুলে যান ? বাগদাদের বিমান ঘাটিতে বিশেষ বাহিনী বন্দীদের উপর অত্যাচার চালিয়ে যে হত্যা সংগঠিত করেছে সে বিষয়ের কি হবে ? চিকিৎসকেরা কিন্তু নিয়মমাফিক ভাবেই তাকে গণহত্যাই বলেছেন ।)

জোট সঙ্গীরা যখন ইরাকী দূরদর্শনের উপর বোমাবাজি করে (প্রসঙ্গত সেটাও কিন্তু জেনেভা কনভেনশনের নিয়ম লঙ্ঘনের মধ্যে পড়ে) তখন আমেরিকার প্রচার মাধ্যমে উল্লাসের জোয়ার বয়ে যায় । বাস্তবত ''ফক্স দূরদর্শন'' অল্প সময়ের জন্য আমন্ত্রণের সুপারিশ অনেকদিন পর্যন্ত করে আসছিল । আরবদের প্রচারের বিরুদ্ধে তাকে ন্যায় সঙ্গত প্রত্যাঘাত হিসাবে দেখা হয় । অথচ ইঙ্গ-মার্কিন দূরদর্শন যখন প্রচারের মায়াজাল সৃষ্টি করে চলেছে তখন তাকে ভারসাম্যযুক্ত প্রচার বলা হচ্ছে !

প্রচার বিষয়টা শুধুমাত্র পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমের জন্য সংরক্ষিত বিষয় কেন হবে ? শুধুমাত্র এ কারণে যে তারা তা সুচারু রূপে করে থাকে, তাই ? যে সব সাংবাদিকদের সেনাবাহিনীদের সঙ্গে আগে থেকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে (ঢুকিয়ে রাখা) তাঁদের রণাঙ্গন থেকে সংবাদদাতা হিসাবে বীরের সংবাদ দেওয়া হয় । যে সকল সাংবাদিকেদের এই ভাবে কাজে লাগানো হয়না (যেমন বি বি সি'র 'বেগে ওমর' যিনি বোমা বিধ্বস্ত ও অধিকৃত বাগদাদ থেকে সংবাদ পাঠান, নিজের চোখে শিশুদের আগুনে পুড়ে মরতে এবং আহত হওয়া মানুষদের দেখে যিনি স্পষ্টত বিচলিত হয়েছেন) তাঁরা সংবাদ পাঠানোর আগেই তাঁদের সম্পর্কে অসৌজন্য প্রকাশ করা হয় । ''আপনাদের আমরা একথা জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে তাঁদের কাজকর্ম ইরাকী কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ।''

ইঙ্গ-মার্কিন দূরদর্শনে ইরাকী সেনাদের স্থানীয় 'জঙ্গীবাহিনী' হিসাবে বেশী বেশী করে উল্লেখ করা হয় (ইতর অর্থে) । বি বি সির একজন সংবাদদাতা অস্বাভাবিক ভাবে তাঁদের ''আধাসামরিক বাহিনী'' হিসাবে উল্লেখ করেন । ইরাকীদের প্রতিরক্ষা বলতে বোঝায় 'প্রতিরোধ', তার চাইতেও খারাপ বলে ''প্রতিরোধের কয়েকটা খোঁদল'', তাঁদের সামরিক কৌশল হল প্রতারণা ।

(দি অবজারভারের প্রতিবেদন অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার যে রাষ্ট্রপুঞ্জের সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্যদের দুরভাষে আড়ি পাতে তা তাদের কঠোর বাস্তব প্রয়োজনের কারণে ?) । স্পষ্টত জোটের মতে ইরাকীদের একমাত্র নীতিসিদ্ধ কৌশল হওয়া উচিত তাঁরা মরুভূমির মধ্যে আগে বাড়ুক, তাদের মাথায় বি-৫২ বোমা বর্ষিত হোক অথবা মেশিন গানের গোলায় ধুলোয় মিশে যাক । তার চাইতে কম কিছু করা মানেই চাতুরি ।

এখন আমরা দেখছি বসরা শহর অবরুদ্ধ । সেখানকার ১৫ লক্ষ অধিবাসীর চব্বিশ শতাংশ শিশু । পরিষ্কার জল নেই । খাদ্য সামান্য মাত্র । আমরা এখনো অপেক্ষা করছি কখন উপকথা মতন শিয়াদের সেই অভ্যুত্থান ঘটবে এবং সব হাজারে হাজারে পথে নেমে এসে মুক্তিদাতা বাহিনীর প্রতি গোলাপ আর প্রশংসার বাণী বর্ষণ করতে থাকবেন । যাযাবরেরা সব কোথায় ? তাঁরা কি জানেনা যে দুরদর্শন নির্দিষ্ট সময়সুচী নিয়ে কাজ করে ? (এটা সম্ভবত ঠিকই যে সাদ্দামের পতন হলে বসরা শহরের রাস্তায় হুল্লোড়বাজি হবে । কিন্তু তারপর যদি বুশ জমানার পতন হয় তা হলে ; গোটা দুনিয়ার সমস্ত রাস্তা জুড়ে উদ্দাম নৃত্য শুরু হয়ে যাবে ।)

বসরা শহরের মানুষকে কয়েকদিন অভুক্ত-তৃষ্ণার্ত রাখার পর যুদ্ধজোট কয়েক ট্রাক বোঝাই খাবার এবং জল এনেছে এবং লোভ দেখানোর জন্য শহরের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে । মরিয়া মানুষ গুলো সেই ট্রাকের কাছেই খাবারের জন্য পরস্পর মারামারি করছে । (আমরা শুনেছি সেই জল নাকি বিক্রি হচ্ছে । আপনারা বুঝতেই পারছেন ধ্বংসপ্রায় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার কী একটা উপায় ।) ট্রাকের উপর মরিয়া চিত্র গ্রাহকেরা খাদ্যের জন্য মরিয়া মানুষদের মারামারির ছবি তোলার জন্য নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করে দিয়েছে । এই সব ছবি পাঠানোর এজেন্টদের মারফৎ কোন সংবাদপত্রে বা ঝকঝকে মলাটওয়ালা সাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রচুর দামে বিক্রি হবে । তাতে এই সব বাণী লেখা থাকবে ত্রাণকর্তা সেখানে নিজেই উপস্থিত হয়ে মাছ আর রুটি বিলোচ্ছেন ।

গত জুলাই মাসে বুশ-ব্লেয়ার জোট ইরাকের জন্য ৫.৪ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সরবরাহ রুখে দেয় । দুরদর্শনের সরাসরি সম্প্রচারের বদান্যতায় এখন দেখা যাচ্ছে মানবিক কারণে ৪৫০ টন সাহায্য এসেছে । পরিমাণটা প্রয়োজনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ বলা যায় (প্রচারের জন্য ঠেকনা দেওয়া) । ব্রিটিশ জাহাজ 'স্যার গালাহাড' করে বয়ে আনা হয়েছে । 'উমকাসের' বন্দরে তাকে ভেড়ানোর দৃশ্য সারাদিন বসে দুরদর্শনে সরাসরি সম্প্রচার করা হয় । ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকায় ব্রিস্টান জরুরী বিভাগীয় প্রধান গুটম্যান লিখতে গিয়ে বলেছেন বোমা পড়ার আগে ইরাক যে পরিমাণ খাদ্য আনত সেই পরিমাণ খাদ্য আনতে গেলে দৈনিক ৩২টা করে'স্যার গালাহাড' লাগবে । এতে আমাদের হতবাক হবার মতন কিছুই নেই ।

এটা সেই পুরানো কৌশল। এরা বছরের পর বছর ধরে তাই করে এসেছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় প্রকাশিত ''পেন্টাগন পেপারস'' থেকে জন ম্যাকনাটোনের দেওয়া সেই নমনীয় প্রস্তাবটার কথা ভাবুন ঃ ''জনসাধারণকে লক্ষ্য করে আঘাত হানার ফল (স্বভাবত) উল্টো হয়ে শুধুমাত্র দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না, চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সেই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা তৈরী করবে। যদি জলাধার লকগেট ধ্বংসের কাজ ঠিকঠাক চালানো যায়, তাহলে আশাপ্রদ ফল পাওয়া যেতে পারে। বিষয়টা নিয়ে ভাবা দরকার। এই সব ধ্বংসের কাজ চালালে মানুষ মরবে না বা ডুবিয়ে মারবে না। ধান ক্ষেত বন্যায় ভাসলে কিছুদিন পর খাদ্য যোগান না দিলে ব্যাপক অনাহার শুরু হয়ে যাবে (দশলক্ষাধিক মানুষ) — বিষয়টা তখন আমরা আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসতে পারব। ''সময়টা কি খুব একটা বেশী পাল্টেছে ? কৌশলটা একটা তত্ত্বের চেহারা নিয়েছে। এর নাম হল হৃদয় এবং মন জয় করা''।

তাহলে এর পিছনে নৈতিকতার এক গাণিতিক সূত্র আছে ঃ হিসাব মতন প্রথম খাঁড়ি যুদ্ধে ২০০০০০ ইরাকীকে হত্যা করা হয়েছিল। হাজার হাজার শত শত মানুষ আর্থিক অবরোধের কারণে মরেছে (তাঁরা অন্তত সাদ্দামের হাত থেকে বেঁচেছেন !) আরো অনেককে প্রতিদিন মারার বন্দোবস্ত হয়েছে। ১৯৯১ সালে যুদ্ধ করেছেন এমন হাজার হাজার মার্কিন সেনা বেঁচে আছেন যাঁরা একটা রোগে ভুগছেন যার নাম ''খাঁড়ি'' যুদ্ধের উপসর্গ। ধারণা করা হচ্ছে এর অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে অবক্ষিয়ত ''ইউরেনিয়ামের'' সংস্পর্শে আসা। জোট সেনাদের এই অবক্ষয়িত ইউরেনিয়াম ব্যবহার বন্ধ করা হয় নি। ঘটনার সঙ্গে রাষ্ট্রসংথকে পুনরায় জড়ানোর প্রসঙ্গে এখন আসা যাক ঃ কিন্তু আবার সেই রাষ্ট্রসংঘ নামক রমনীটি - তাকে ভেঙে চুরে যেমনটি হবে আশাকরা গিয়েছিল তেমনটি হয়নি। তাঁর পদাবনতি হয়েছে (যদিও তিনি তাঁর উচ্চ মাত্রার বেতন ভাতা বজায় রেখেছেন)। এখন তিনি দুনিয়ার দ্বাররক্ষিনী। তিনি একজন ফিলিপিনি ঝাড়ুদারনি বা ভারতীয় জমাদারনি। ডাকে পাঠানো একটি থাই বধূ মেক্সিকোর ঘরের কাজের সহায়িকা, জ্যামাইকার ''আউপ্যার''। অপরের বিষ্ঠা পরিষ্কারের কাজে তাকে লাগানো হয়। ইচ্ছামতন তাকে ব্যবহার অপব্যবহার করা চলে। ব্লেয়ার যতই বিনীত অনুরোধ জানান না কেন বুশ পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যুদ্ধ পরবর্তী ইরাকে রাষ্ট্রপুঞ্জ কোন স্বাধীন ভূমিকা নিতে পারবে না। ইরাক পুনর্গঠনের রয়াল ঠিকাদারির কাজ কে পাবে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ঠিক করবে।অথচ, মানবিক সহায়তার বিষয়ে রাজনীতি না করার জন্য বুশ বিশ্ববাসীর কাছে আহ্বান রেখেছে। ২৮ মার্চ বুশ যখন রাষ্ট্রপুঞ্জকে অনতিবিলম্বে তেলের বিনিময়ে খাদ্য ব্যবস্থা পুনরায় চালু করতে আহ্বান রাখে, রাষ্ট্রপুঞ্জের সিকিউরিটি কাউনসিল তৎক্ষণাৎ সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে ফেলে। অর্থাৎ সকলেই মেনে নিচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রের চাপানো যুদ্ধ এবং অবরোধের ফলে ক্ষুধার্ত ইরাকবাসীর খাদ্যের ব্যবস্থা করতে ইরাকের অর্থই ব্যয় করা হবে (ইরাকের তেল বেচে)। ব্যবসা-বাণিজ্য

সংক্রান্ত খবরাখবরে আমাদের শোনানো হচ্ছে যে ইরাক পুনর্গঠনের ঠিকাদারির কাজ বিশ্ব অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে । কি মজা ! আমেরিকার বহুজাতিক নিগমগুলির স্বার্থকে কি সুন্দর ভাবে প্রায়শই ইচ্ছাকৃত ভাবে এবং সাফল্যের সঙ্গে একাকার করে দেখানো হয় । যুদ্ধের খরচ বহন করতে গিয়ে আমেরিকার নাগরিকরা যখন জেরবার হবেন তখন তেলের কোম্পানিগুলো, অস্ত্রনির্মাতারা, অস্ত্রব্যবসায়ীরা এবং পুনর্গঠনের কাজে ঠিকাদারি পাওয়া মার্কিন বহুজাতিক নিগমগুলি যুদ্ধ থেকে সরাসরি লাভবান হবে । তাদের অনেকটাই আবার বুশ/চেনি/রামস ফিল্ড/রাইস গোষ্ঠীর পুরানো বন্ধু বা কর্মচারী । ইতিমধ্যে বুশ ৭৫ বিলিয়ন ডলার অনুমোদনের জন্য কংগ্রেসের কাছে প্রস্তাব রেখেছে, পুনর্গঠনের কাজে ঠিকাদার নিয়োগ নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে । এসব খবর আবার খবরের কাগজে খুব একটা প্রচার পায় না কারণ যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ প্রচার মাধ্যম আবার এই সব বহু জাতিক নিগমের মালিকানার বা পরিচালনার অধীন ।

টনি ব্লেয়ার আমাদের এই বলে আশ্বস্ত করেছেন যে ''ইরাক মুক্তি অভিযান'' শেষে ইরাকের তেল ইরাকবাসীর হাতে ফেরৎ দেওয়া হবে । অর্থ দাঁড়ালো এই যে ইরাকের তেল বহু জাতিক নিগমগুলির, যেমন শেল, সেভরন, হেলিবার্টন ইত্যাদির, মারফৎ ইরাকবাসীদের কাছে ফিরবে । অথবা এ ক্ষেত্রে আমরা কি গল্পটা বুঝতে ভুল করছি ? হেলিবার্টন হয়ত বা একটা ইরাকী কোম্পানি ? সম্ভবত আমেরিকার ভাইসপ্রেসিডেন্ট ডিক চেনি নিজেই একজন (হেলিবার্টন কোম্পানির পূর্বতন পরিচালক) গোপন ইরাকী !

ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে বিভেদের সুর যতই চওড়া হচ্ছে, ততই দুনিয়াতে অর্থনৈতিক বর্জনের একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবার লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠছে । সি এন এন খবর দিচ্ছে যে ''আমরা তোমাদের দুর্গন্ধ যুক্ত মদ পছন্দ করি না'' এই স্লোগান আওড়াতে আওড়াতে আমেরিকানরা ফরাসি মদ নালায় ঢালছে । আমরা শুনেছি ফরাসি ভাজাভুজির নাম এখন পাল্টে দেওয়া হচ্ছে । সে গুলির এখন নাম হয়েছে ''মুক্তি ভাজা'' । আমেরিকানরা জার্মানদের 'সামান্য' বয়কট করছে এমন সংবাদও চুইয়ে আসছে ! যুদ্ধের পরিণতি যদি এরকমই একটা চেহারা করে তাহলে আমেরিকারই সবচাইতে বেশী দুর্ভোগ হবে । তাদের স্বদেশভূমি না হয় সীমান্তরক্ষাবাহিনী আর পরমাণু অস্ত্র দিয়ে সুরক্ষা হবে । কিন্তু এদের অর্থনৈতিক স্বার্থ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে । সেই সব অর্থনৈতিক ঘাঁটি সবই জানাচেনা এবং চারদিক থেকেই আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা । আমেরিকা ও ব্রিটেনের যে সব সরকারি পণ্য এবং যে সব সংস্থার বয়কট হবার সম্ভাবনা তার বিস্তারিত তালিকা ইন্টারনেটে ইতিমধ্যে কোলাহল তৈরি করেছে । সাধারণ ভাবে যেগুলি তালিকায় আছে যেমন কোক, পেপসি, ম্যাকডোনাল্ডস্ ইত্যাদি ছাড়াও সরকারি সংস্থা যেমন ''ইউসেইড', ব্রিটিশ ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশন্যাল ডেভলাপমেন্ট '' ব্রিটিশ এবং আমেরিকার ব্যাঙ্ক আর্থার অ্যান্ডারসন , ম্যারিলল্লিন্ট ,

আমেরিকান এক্সপ্রেস, বহুজাতিক নিগম --- বেখটেল, জেনারেল ইলেকট্রিকস এবং অন্যান্য সংস্থা — রিবক, নাইকে, গ্যাপ ইত্যাদি অবরুদ্ধ হয়ে পড়তে পারে। আন্দোলনকারীরা দুনিয়া জুড়ে এই তালিকাকে প্রতিনিয়ত শানিয়ে চলেছে এবং সংযোজন করে নিচ্ছে। বিশ্বের চারিদিকে যে ক্রোধ অনির্দিষ্টাকর হলেও ক্রমশ পুঞ্জীভূত হচ্ছে এই তালিকা তাকে বাস্তবে রূপ দেবার চালিকা শক্তি ও পথ নির্দেশ হিসাবে কাজ করতে পারে। বহুজাতিক নিগম গুলির পরিকল্পনা যা এ যাবৎ অবশ্যম্ভাবী মনে হত হঠাৎ করে তা এখন সম্ভাব্যের চাইতে সামান্য বেশী বলে মনে হয়। এটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধটা আদৌ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নয়, বা ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুধুমাত্র তেলের জন্যও নয়। আসলে দুনিয়ার শক্তির ভরকেন্দ্র হয়ে উঠতে এবং একাধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষে এটা আত্মহণনের পথে বৃহৎশক্তির উন্মার্গগামিতা বৈ আর কিছু নয়। এই পথ অনুসরণ করে ইরাক এবং আর্জেন্টিনার জনগণকে নিকেশ করা গেছে এরকম যুক্তি দাঁড় করান হয়। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রটাই যা আলাদা আলাদা। একটা ক্ষেত্রে এটা ছিল আই-এম-এফ এর চেক বই, অন্য ক্ষেত্রে সেটা হল ক্রুইজ মিসাইল।

সব শেষে সাদ্দামের গণমারণাস্ত্র সম্ভার প্রসঙ্গ (হায় কপাল ! ব্যাপারটা প্রায় ভুলতে বসেছিলাম !) যুদ্ধের ধোঁয়াশার মধ্যে একটা জিনিস নিশ্চিতভাবে বোঝা গেছে যদি সাদ্দাম জমানার গণ বিধবংসী অস্ত্র থেকেই থাকত তা হলেও প্রচন্ড উস্কানির মুখে সাদ্দাম জমানা বিস্ময়কর দায়িত্বশীলতা ও সংযমের পরিচয় রেখেছে। অনুরূপ পরিস্থিতিতে (ধরুন ইরাকী সেনারা নিউইয়র্কের উপর বোমাবাজি করতে থাকত এবং ওয়াশিংটন ডিসি অবরুদ্ধ করে রাখত) কি আমরা বুশ জমানার কাছে অনুরূপ আচরণ প্রত্যাশা করতে পারতাম ? তারা কি তাদের হাজার হাজার পরমাণু অস্ত্র মুড়ে সাজিয়ে রাখত ? তাঁদের রাসায়নিক ও জৈব অস্ত্রের কি হত ? ওদের যে পরিমাণ, অ্যানথ্রাক্স, স্নলপক্স ও নার্ভগ্যাস মজুত আছে আছে সে গুলো ? তারা কি ?

মার্জনা করবেন আমার হাসি পাচ্ছে।

যুদ্ধের কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের মাথায় অনেক সম্ভাবনা কাজ করছে। হয় সাদ্দাম একজন দায়িত্বশীল স্বেচ্ছাচারী। অথবা সোজাকথায় তার হাতে কোন গণধবংসী অস্ত্র নেই। দুটোর মধ্যে যেটাই সত্য হোক, পরবর্তী কালে যাই ঘটকু, যুক্তির বিচারে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের চাইতে ইরাকের গন্ধ মধুরতর। তা হলে এই হচ্ছে ইরাক --- দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র। বিশ্ব শান্তির পক্ষে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক, শয়তান চক্রের পোষা সদস্য। এই হচ্ছে ইরাক যা আক্রান্ত, বিধবস্ত, অবরুদ্ধ, নির্মম ভাবে নিশ্চিত যার সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘিত। শিশুরা ক্যান্সারে নিহত এবংসেখানকার মানুষদের বোমায় চূর্ণ করা হয়েছে। আমরা সবাই মিলে নির্বাক হয়ে দেখছি-গভীর রাত পর্যন্ত জেগে সি-এন-এন, বিবিসি, বিবিসি, সি-এন-এন

চ্যানেলের নব ঘুরিয়ে চলেছি । আমরা সবাই মিলে যুদ্ধের বীভৎসতা সহ্য করে চলেছি, প্রচারের বীভৎসতা সহ্য করে চলেছি, যে সত্য আমরা বুঝি এবং চিনি তাকে গলা টিপে হত্যা করার কাজকে সহ্য করে চলেছি । এখন স্বাধীনতার অর্থ হল গণহত্যা (অথবা যুক্ত রাষ্ট্রে আলু ভাজা) । কেউ যখন মানবিক কারণে সাহায্যের কথা বলে তখন আমরা চাপিয়ে দেওয়া দুর্ভিক্ষের কথা ভাবি । প্রতিস্থাপিত বিষয়টা, আমার মানতে কোন লজ্জা নেই, একটা বড় আবিষ্কার । শব্দ ঝংকারের মধ্যেই এর অর্থ স্পষ্ট । কৌশলের মারণাস্ত্র শব্দটাই বা কেমন ? অতি চমৎকার ।

ইরাকের উপর আগ্রাসী যুদ্ধকে অধিকাংশ দুনিয়া জাতি বৈরিতার যুদ্ধ বলে মনে করে । জাতি বিদ্বেষী শাসকরা যখন কোন জাতি বৈরিতার যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন তার আসল বিপদটা দাঁড়ায় যে জাতি ঘৃণার ব্যাপারটা সকলকেই আচ্ছন্ন করে ফেলে -- আক্রমণকারী, আক্রান্ত এবং নীরব দর্শক কেউই বাদ থাকে না ।

বিতর্কের ধ্রুবকটা তার দ্বারাই নির্বাচিত হয় এবং চিন্তাভবনা একটা নির্দিষ্ট পথে চলাফেরা করতে শুরু করে । পৃথিবীর প্রবীণতম অন্তঃস্থল থকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ঘৃণার এ জোয়ারের স্রোত বইতে শুরু করেছে । আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, এশিয়া, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়াতে তা আমি প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি । কখনো কখনো তা ভাবনার সব অগম্য জায়গা থেকে উৎসারিত হচ্ছে । ব্যাঙ্ক মালিক, ব্যবসায়ী, যুবছাত্র সকলেই তাদের উদার এবং সংস্কারপন্থী রাজনীতিকে ভোঁতা করে রেখে এইসব আমদানি করছে । অযৌক্তিক ভাবে তাঁরা জনগণ এবং সরকারকে আলদাভাবে দেখতে পান না । আমেরিকাকে তাঁরা একটা ক্ষীণ চিত্তবৃত্তি সম্পন্ন খুনীদের দেশ হিসাবে বলে থাকেন । (তাঁরাও যেমন সেই একই অসতর্ক ভঙ্গিমায় বলে থাকেন 'সমস্ত মুসলমানরাই সন্ত্রাসবাদী'') । জাতি ঘৃণার এই কদাকার দুনিয়ায় ব্রিটেনও নতুন সংযুক্তি হিসাবে ঢুকে পড়েছে। তাদেরকে পেছনচাটা বলা হয়। আমাকে এতদিন 'আমেরিকা বিরোধী'এবং পশ্চিমা বিরোধি বলা হত, এখন হঠাৎ দেখছি আমি আমেরিকাবাসীদের সমর্থক এক বিশেষ ভূমিকায় নেমে পড়েছি । এবং ব্রিটিশবাসীরও ।

জাতি ঘৃণার অতল গহ্বরে যাঁরা সহজেই নামতে পারেন তাঁদের কিন্তু একথা স্মরণ করা দরকার যে আমেরিকা ও ব্রিটেনের হাজার হাজার নাগরিক প্রতিদিন রাস্তায় নেমে তাঁদের নিজেদের দেশের পরমানু অস্ত্র মজুতের বিরোধিতা করেছেন । আমেরিকার হাজার হাজার যুদ্ধ বিরোধী মানুষ তাদের সরকারকে ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে হাত গুটিয়ে আনতে বাধ্য করেছেন । তাঁদের জানা উচিত যে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এবং আমেরিকার জীবন-ধারণ পদ্ধতির সবচাইতে কঠোর, বুদ্ধিদীপ্ত, সীমাহীন সমালোচনা আমেরিকার নাগরিকরাই করে থাকেন । এবং ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সবচাইতে তিক্ত এবং বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা সেখানকার সংবাদমাধ্যমগুলিই করে । সর্বোপরি তাঁরা এটাও মনে রাখবেন যে ব্রিটেন

এবং আমেরিকার হাজার হাজার নাগরিক এখনো রাস্তায় প্রতিবাদ মুখর হয়ে আছেন। ভাড়াটে মস্তান আর ক্রীতদাসের জোট মানুষের মধ্যেকার কোন বিষয় নয়, সরকারের ব্যাপার। আমেরিকার এক তৃতীয়াংশ মানুষ তাঁদের বিরুদ্ধে বিরামহীন প্রচার সহ্য করেছেন এবং আরো অনেকে এখনো তাদের সরকারের বিরুদ্ধে লড়ে চলেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাহমান উগ্র দেশাত্মবোধের পরিবেশে দাঁড়িয়ে তাঁদের সাহস আর নিজ মাতৃভূমির জন্য ইরাকীদের লড়াই সমমর্যাদায় তুলনা করা যেতে পারে।

বসরায় রাস্তায় শিয়াদের অভ্যুত্থানের প্রত্যাশায় যখন জোটসঙ্গীরা মরুভূমিতে অপেক্ষা করছে তখন আসল অভ্যুত্থানটা দুনিয়ার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ঘটে চলেছে। গণনৈতিকতার এমন অনিন্দ্যসুন্দর প্রকাশ আগে কখনো দেখা যায়নি। ওয়াশিংটন, শিকাগো, সান ফ্রান্সিসকো ইত্যাদি আমেরিকার বড় বড় শহরে হাজার হাজার নাগারিক তুলনাহীন সাহসিকতায় রাস্তায় নেমে পড়ছে, আসলে ঘটনা হল আমেরিকার সরকারের চাইতে সেখানকার নাগরিক সমাজ প্রতিষ্ঠানগত দিক থেকে অনেক শক্তিশালী। আমেরিকার নাগরিকরা দায়িত্বের এক বিরাট বোঝা কাঁধে তুলে নিয়েছেন। যাঁরা শুধুমাত্র সেই দায়িত্বকে স্বীকারই করেন না, সেই মত কাজও করে থাকেন, তাঁদের প্রকৃত আমেরিকান না বলে পারি ? তাঁরাই আমাদের সখা, তাঁরাই আমাদের সহযাত্রী।

পরিশেষে একথা বলার অপেক্ষা থাকে যে পশ্চিম মধ্য এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকায় সাদ্দামের মতন স্বৈরী শাসকদের যুক্তরাষ্ট্র গায়ের জোরে হোক, সমর্থন যুগিয়ে হোক আর্থিক সহায়তা দিয়ে বসিয়েছে। তারা তাদের নিজ নিজ দেশের পক্ষে, আজ সমূহ বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে। নাগরিক সমাজের হাত শক্ত করা ছাড়া (ইরাক যেমন তাকে দুর্বল করা হয়েছে ঠিক তার বিপরীতক্রমে) তাদের মোকাবিলা করার কোন সহজ সরল প্রথাগত পথ খোলা নেই। (যারা শান্তি আন্দোলনকে কাল্পনিক আশাবাদ বলে বাতিল করেন তারাই আবার সন্ত্রাসবাদ উৎখাত করতে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে ফ্যাসিবাদ দূরীভূত করতে সর্বোপরি দুনিয়াটাকে দুষ্টগ্রহ মুক্ত করতে অবাস্তব স্বপ্নালু চোখে যুদ্ধের কথা বলতে কোন দ্বিধা করে না।)

প্রাচর যন্ত্র আমাদের যাই শোনাক, এই কৌটাবন্দী স্বৈরতন্ত্রীরা কিন্তু বিশ্বের চরমতম শত্রু নয়। সবচাইতে ভয়ংকর এক জরুরি বিপদ ও ভয়ের জায়গা হল বিশ্বের অর্থনীতি ও রাজনীতি পরিচালনায় যুক্তরাষ্ট্রের অভিসন্ধি, যার বর্তমান পরিচালক হল জর্জ বুশ। বুশের ছোবল এমন পরম কৌতুকের বিষয়, কারন কি অবলিলাক্রমেই না সে তার মূল্যবান লক্ষ্য ঠিক করে নিতে পারে। এটা ঠিকই যে সে অত্যন্ত বিপজ্জনক, প্রায় আত্মঘাতী বিমান চালকের মতনই। কিন্তু যে যন্ত্রটা সে চালায় সেটা মানুষটার চাইতে আরো ভয়ংকর।

আমাদের মাথার উপর আজ যে হতাশার মেঘ জড়ো হয়েছে তার মধ্যে আমি একটা আশার কথা শোনাব ঃ যুদ্ধের সময় সকলে চায় যে সবচাইতে দুর্বলতম ব্যক্তিটিই তার শত্রু-পক্ষের প্রধান দায়িত্বে থাকুক। এবং জর্জ ডব্লু বুশ হল ঠিক তাই। গড় মিলুওয়ালা অন্য যে কোন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হলেও সম্ভবত তাই করত। কিন্তু তারা কাঁচটাকে অপরিচ্ছিন্ন রেখে বিরোধীদের বোকা বানাবার চেষ্টা করত। এমনকি হয়ত রাষ্ট্রপুঞ্জকে সঙ্গী করে নিত। বুশের অ-বিবেচক কৌশল এবং বেহায়া দম্ভ যে দাঙ্গাবাজ বাহিনী দিয়েই সে তার কাজ হাসিল করে ফেলতে পারবে ভেবেছিল, তা উল্টো ফল ফলিয়েছে। শিল্পী, লেখক ও চিন্তাবিদেরা দশকের পর দশক ধরে যা অর্জন করতে চেষ্টা করে চলেছেন, সেটা তারা অর্জন করে ফেলেছে। জাহান্নামের পথটা তারা চিনিয়ে দিয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, নাট বল্টু এবং রহস্যঘন যন্ত্রপাতির খুটিনাটি প্রকাশ করে দিয়েছে। এখন সেই নীল নকশাটা (সাধারণের জন্য সাম্রাজ্যের পথনির্দেশিকা) ব্যাপক জনগণের সামনে প্রচারের জন্য তুলে দেওয়া হয়েছে ; পন্ডিতেরা যেমন ভাবছিলেন তার চাইতেও দ্রুত গতিতে তাকে অকেজো করে দেওয়া যাবে।

যন্ত্রপাতি আলগা করে দেবার সাঁড়াশিটা নিয়ে আসুন।

[ইংরেজি থেকে অনুবাদ ঃ মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়]